# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**জনসংযোগ শাখা**

**চট্টগ্রাম ।**

---

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন ফাউন্ডেশন আয়োজিত শেখ হাসিনা'র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে-মেয়র

**প্রধানমন্ত্রী এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতীক**

চট্টগ্রাম ২৮ সেপ্টেম্বর -২০১৮ইংরেজী।

**মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকপাল। অফুরন্ত দেশ প্রেম,প্রখর দুরদৃষ্টি ও দক্ষ নেতৃত্বের গুনে বাংলাদেশকে দুঃসময় থেকে সুসময়ে টেনে তুলেছেন । । তাই উন্নয়নের দিকে তাকালে দেখা যায় বিস্ময়কর উত্থান আমাদের এ বাংলাদেশ। আজ খাদ্য শষ্যের উদ্ধৃত্ত নয়,বাংলাদেশ খাদ্যশষ্য রফতানিকারক দেশ। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩৯বছর ,আর এখন ৭৩বছর । শিশু মৃত্যুর হার নেমে এসে দাড়িয়েছে ৪৬ জনে,আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। মানব সূচক উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিশ্বনেতৃবৃন্দ বিস্মিত। তাই তারা স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বাংলাদেশকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ ঘোষনা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথা পিছু আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে,তা এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০২১এর পূর্বে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। প্রধানমন্ত্রী এখন আর প্রধান মন্ত্রী নন,তিনি বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতীক ও সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক,আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসামান্য পরিবর্তনের রূপকার হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আজ শুক্রবার সকালে আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন ফাউন্ডেশন আয়োজিত মনসুরাবাদ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যালয় মাঠে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭২তম জন্মোৎসবে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন এসব কথা বলেন।বিশিষ্ঠ সমাজসেবক সৈয়দ মোহাম্মদ জাকারিয়ার সভাপতিত্বে ও কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুবলীগ কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামের সদস্য আলহাজ্ব সেয়দ মাহমুদুল হক, প্রকৌশলী রাজীব বড়ুয়া, কাউন্সিলর এইচ এম সোহেল, এস এম এরশাদউল্লাহ, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস ফারহানা জাবেদ ও এসি আশিকুর রহমান । মঞ্চে রাজনীতিক হাজী বেলাল আহমদ ,রায়হান ইউসুফ ও মোর্শেদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সিটি মেয়র বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ধর্মপ্রাণ নেত্রী। ধর্মপ্রাণ হিসেবে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার পাশাপাশি প্রতিদিন প্রত্যুষে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজ আদায় করে কোরান তেলোয়াতের মধ্যদিয়ে দিনের কাজ শুরু করেন। দেশের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে সিটি মেয়র আরো বলেন ২০০৯ অর্থ বছরে ৫দশমিক শুন্য পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ছিল সেখানে ২০১৮ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির হার দাড়িয়েছে ৭দশমিক ৮৬ শতাংশে, এই সময়ে মাথাপিচু আয় ৭০৩ ডালার থেকে ১৭৫১ডালা,বিদ্যুৎ ৫হাজার মেগাওয়াট থেকে ১৮হাজার মেগাওয়াটে,বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭দশমিক ৪বিলিয়ন ডলার থেকে ৩২দশমিক ০৯বিলিয়ন ডলার ,দারিদ্র্যের হার ৪২ থেকে ২২শতাংশে ,গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। প্রধানমন্ত্রী ১০বছরের শাসন আমলে দেশের প্রতিটি সেক্টরে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। এই সমস্ত উন্নয়ন অনেকেই দেখেও দেখে না,শুনেও শুনেন না,তারা বধির ও অন্ধজনের মত আচারণ করে।অর্থাৎ বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করা তাদের স্বভাবজাত অভ্যাস ।** । তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়েশিয়ার মাহাথীর মত বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত করেছেন। মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের মুখে মাহাথিরকে ৯২ বছর বয়সেও জনগণ সে-দেশের রাষ্ট্রপ্রধান করেছেন। কারণ দেশকে এগিয়ে নিতে মাহাথীকে প্রয়োজন, আমাদেরও প্রয়োজন শেখ হাসিনাকে। মেয়র বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ যে জায়গায় উন্নীত হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। বিশ্বে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। দেশের এই উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সরকারের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। উন্নয়ন,অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি শিশু কিশোরদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের হাতে বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেও স্বপ্নদ্রষ্টা। শেখ হাসিনার কর্মময় জীবন এবং তার সাফল্যের ভেতরের ঘাত-প্রতিঘাত তুলে ধরে একটি বুকলেট ২৪নং ওয়ার্ডে ৯ম,১০তম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।এই বুকলেট থেকে ৮১০জন শিক্ষার্থী এই কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহন করে। তাদের সকলকে আয়োজকের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

**সংবাদদাতা**
**রফিকুল ইসলাম**
**জনসংযোগ কর্মকর্তা**
**চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন**